ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

# দুর্নীতিবিরোধী প্রতিষ্ঠান শক্তিশালীকরণ উদ্যোগ: বাংলাদেশ দুর্নীতি দমন কমিশনের ওপর একটি ফলো-আপ গবেষণা

শাম্মী লায়লা ইসলাম, শাহজাদা এম আকরাম

২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২০

# প্রেক্ষাপট

- এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলে দুর্নীতিবিরোধী প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করার জন্য ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের উদ্যোগ - জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে দুর্নীতিবিরোধী প্রতিষ্ঠানগুলোর পর্যালোচনাসহ দীর্ঘমেয়াদী সংশ্লিষ্টতা, সংলাপ ও প্রচারণা কার্যক্রম
- এ উদ্যোগের অংশ হিসেবে ২০১৬ সালে বাংলাদেশ দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) ওপর ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) প্রথম গবেষণা প্রকাশ
    - প্রধান উদ্দেশ্য - দুদকের কার্যক্রম ও উন্নতির ক্ষেত্র পর্যালোচনা করা, দুর্নীতি প্রতিরোধে দুদকের সহায়ক ও বাধাদানকারী প্রভাবক সম্পর্কে ধারণা লাভ করা, এবং দুদকের মূল চ্যালেঞ্জগুলোর বাস্তব সমাধান বা সংস্কারের জন্য সুপারিশ প্রদান করা
    - গবেষণার ফলাফল নিয়ে প্রথমে দুদকের সাথে আলোচনা ও পরবর্তীতে গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয় যেন দুদক এর ভিত্তিতে কার্যক্রম গ্রহণ করে
- প্রথমবার গবেষণার পর পরিবর্তনের ধারা পর্যালোচনার জন্য ২০১৯ সালে বর্তমান গবেষণা সম্পন্ন

# গবেষণা সংক্রান্ত তথ্য

- গবেষণার উদ্দেশ্য
    - দুদকের কার্যক্রম ও উন্নতির ক্ষেত্র পর্যালোচনা করা
    - দুদকের কার্যকরতার পেছনে ক্রিয়াশীল সহায়ক ও বাধাদানকারী প্রভাবক সম্পর্কে পর্যালোচনা করা
    - দুদকের মূল চ্যালেঞ্জগুলোর বাস্তব সমাধান বা সংস্কারের জন্য সুপারিশ প্রদান করা
- দুদকের শক্তি ও দুর্বলতা চিহ্নিত করার লক্ষ্যে একটি বাস্তবসম্মত ও সার্বিক মানদণ্ড নির্ধারক
- দুদকের ভাবমূর্তি ও কর্মদক্ষতাকে প্রভাবিত করে এমন অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক কারণগুলোকে চিহ্নিত করার জন্য মূল্যায়ন কাঠামোর মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ
- ছয়টি ক্ষেত্রের অধীনে মোট ৫০টি নির্দেশক নিয়ে গঠিত সার্বিক বিশ্লেষণ কাঠামো; নির্দেশকগুলো দুইভাগে বিভক্ত - সহায়ক প্রভাবক ও কর্মদক্ষতার নির্দেশক
- বিশেষজ্ঞদের পরামর্শে তথ্য সংগ্রহের কাঠামো তৈরি; প্রথম দফায় সম্পন্ন গবেষণার ওপর প্রদত্ত মতামতের ওপর ভিত্তি করে সংশোধিত - পূর্বের তুলনায় বেশ কয়েকটি নির্দেশকের পরিবর্তন ও অন্তর্ভুক্তি

# গবেষণা পদ্ধতি

- **গুণবাচক পদ্ধতি প্রয়োগ করে তথ্য সংগ্রহ**
  - নথি পর্যালোচনা - আইন, সংশ্লিষ্ট গবেষণা ও সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন, ওয়েবসাইটের তথ্য পর্যালোচনা
  - মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার - দুদকের সাবেক চেয়ারম্যান, দুদকের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তা, আইনজ্ঞ, বিশেষজ্ঞ, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি ও সংবাদমাধ্যম-কর্মী
  - প্রাথমিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা - ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের পক্ষ থেকে বিশেষজ্ঞের দ্বারা
  - মতবিনিয় সভা - গবেষণার ফলাফল নিয়ে দুদকের চেয়ার, কমিশনার ও কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময়

- **গবেষণার সময়**
  - গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত সময় - তিনবছর (২০১৬-২০১৮)
  - গবেষণা কার্যক্রম - এপ্রিল - ডিসেম্বর ২০১৯

# গবেষণার ক্ষেত্র, নির্দেশক ও মূল্যায়ন

- ছয়টি ক্ষেত্রের অধীন ৫০টি নির্দেশক
  ১. স্বাধীনতা ও মর্যাদা (৯)
  ২. অর্থ ও মানবসম্পদ (৯)
  ৩. জবাবদিহিতা ও শুদ্ধাচার (৯)
  ৪. অনুসন্ধান, তদন্ত ও মামলা দায়ের (৯)
  ৫. প্রতিরোধ, শিক্ষা ও আউটরিচ কার্যক্রম (৮)
  ৬. সহযোগিতা ও বাহ্যিক সম্পর্ক (৬)
- প্রত্যেক নির্দেশকের সম্ভাব্য তিনটি স্কোর - উচ্চ, মধ্যম ও নিম্ন (তিনটি ভিন্ন রঙ দিয়ে নির্দেশিত); স্কোর দেওয়ার জন্য পূর্ব-নির্ধারিত শর্ত
- পরবর্তীতে এই স্কোর চূড়ান্ত ফলাফলের জন্য নির্ধারিত ডাটাবেজে দেওয়া হয়

| | | |
|---|---|---|
| উচ্চ স্কোর | ২ | সবুজ |
| মধ্যম স্কোর | ১ | হলুদ |
| নিম্ন স্কোর | ০* | লাল |
| স্কোর দেওয়া সম্ভব নয় | - | ধূসর |

* অনুপস্থিত বা অনুল্লেখ্য

# স্কোরিং পদ্ধতি

- প্রত্যেকটি ক্ষেত্রের মোট স্কোর পাওয়ার জন্য ঐ ক্ষেত্রের সবগুলো নির্দেশকের স্কোর প্রথমে যোগ করা হয়। এরপর ঐ ক্ষেত্রে যতগুলো নির্দেশক রয়েছে তার সম্ভাব্য সর্বোচ্চ স্কোরের সাপেক্ষে এর শতকরা হার বের করা হয়
  - উদাহরণ - প্রথম ক্ষেত্রের (স্বাধীনতা ও মর্যাদা) নির্দেশকগুলোর মোট স্কোর ১২ (চারটি নির্দেশক ২ করে, চারটি নির্দেশক ১ করে এবং একটি নির্দেশক ০ পেয়েছে)
  - এই ক্ষেত্রের সম্ভাব্য সর্বোচ্চ স্কোর ১৮ (৯টি নির্দেশক X প্রত্যেক নির্দেশকের সর্বোচ্চ স্কোর ২ ধরে)
  - কাজেই প্রথম ক্ষেত্রের চূড়ান্ত স্কোর ১২/১৮ X ১০০ = ৬৭%
- সার্বিক স্কোর পাওয়ার জন্য সবগুলো ক্ষেত্রের স্কোর গড় করা হয়
- দুদকের কার্যক্রমের সার্বিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে স্কোর
  - 'উচ্চ' - সার্বিক স্কোর ৬৭% বা তার বেশি
  - 'মধ্যম' - সার্বিক স্কোর ৩৪%-৬৬% এর মধ্যে
  - 'নিম্ন' - সার্বিক স্কোর ৩৩% পর্যন্ত

# গবেষণার ফলাফল

# গবেষণার ফলাফল: একনজরে নির্দেশকগুলোর স্কোর

| ক্ষেত্র | নির্দেশক | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| স্বাধীনতা ও মর্যাদা | প্রাতিষ্ঠানিক স্বাধীনতা | কমিশনারদের নিয়োগ ও অপসারণ | কাজের আওতা | অধিক্ষেত্র | তদন্ত ও মামলা করার ক্ষমতা | প্রতিবেদন দাখিল ও সুপারিশ বাস্তবায়নের ক্ষমতা | আইনি স্বাধীনতা | কর্ম সম্পাদনের স্বাধীনতা | দুদকের ক্ষমতা রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার |
| অর্থ ও মানবসম্পদ | জাতীয় বাজেটের সাপেক্ষে দুদকের বাজেট (হার) | চাহিদার সাপেক্ষে বাজেটের প্রতুলতা | বাজেটের নিশ্চয়তা ও স্থিতিশীলতা | কর্মীদের বেতন ও সুযোগ-সুবিধা | কর্মী বাছাই | তদন্ত ও মামলার দক্ষতা | দুর্নীতি প্রতিরোধ ও শিক্ষামূলক কার্যক্রমের দক্ষতা | কর্মীদের প্রশিক্ষণ | কর্মীদের স্থিতিশীলতা |
| জবাবদিহিতা ও শুদ্ধাচার | বার্ষিক প্রতিবেদন | তথ্য প্রদানের অনুরোধের প্রেক্ষিতে সাড়া দান | বাহ্যিক পর্যালোচনা কাঠামো | অভ্যন্তরীণ পর্যালোচনা কাঠামো | প্রক্রিয়া অনুসরণ | দুর্নীতির অভিযোগকারীর পরিচয় প্রকাশ | দুর্নীতির অভিযোগ ব্যবস্থাপনা | দুর্নীতির অভিযোগের ফলাফল | অভ্যন্তরীণ শুদ্ধাচার কাঠামো |
| অনুসন্ধান, তদন্ত ও মামলা দায়ের | দুর্নীতির অভিযোগকারীর / তথ্যদাতার অভিগম্যতা | দুর্নীতির অভিযোগের প্রেক্ষিতে ব্যবস্থা গ্রহণ | স্বপ্রণোদিত তদন্ত | দক্ষতা ও পেশাদারত্ব | মামলার হার | দণ্ডাদেশের হার | প্রভাবশালী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে তদন্ত | সম্পদ আটক ও পুনরুদ্ধার | দুদকের কর্মক্ষমতা |
| প্রতিরোধ, শিক্ষা ও আউটরিচ কার্যক্রম | দুর্নীতি প্রতিরোধ কার্যক্রমে বাজেট বরাদ্দের হার | কৌশলগত পরিকল্পনা | দুর্নীতিবিরোধী শিক্ষা ও উন্নয়ন | প্রাতিষ্ঠানিক পর্যালোচনা | প্রতিরোধমূলক সুপারিশ | দুর্নীতির ঝুঁকির ওপর গবেষণা | দুর্নীতিবিরোধী প্রচার-প্রচারণা | অনলাইন যোগাযোগ | |
| সহযোগিতা ও বাহ্যিক সম্পর্ক | সরকারের সহায়তায় আস্থা | অন্যান্য শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা | বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা | আন্তর্জাতিক যোগাযোগ | অন্যান্য দেশের সহযোগিতা | দুদকে প্রান্তিক গোষ্ঠীর অভিগম্যতা | | | |

‘উচ্চ’ স্কোর ২১টি (৪২%), ‘মধ্যম’ স্কোর ১৮টি (৩৬%), ‘নিম্ন’ স্কোর ১১টি (২২%)

# উল্লেখযোগ্য ফলাফল: উচ্চ স্কোরপ্রাপ্ত নির্দেশক (২১টি)

১. প্রাতিষ্ঠানিক স্বাধীনতা
২. কমিশনারদের নিয়োগ ও অপসারণ
৩. কাজের আওতা
৪. আইনি স্বাধীনতা
৫. চাহিদার সাপেক্ষে বাজেটের প্রতুলতা
৬. বাজেটের নিশ্চয়তা ও স্থিতিশীলতা
৭. কর্মী বাছাই
৮. কর্মীদের স্থিতিশীলতা
৯. বার্ষিক প্রতিবেদন
১০. তথ্য প্রদানের অনুরোধের প্রেক্ষিতে সাড়া দান
১১. দুর্নীতির অভিযোগের ফলাফল
১২. দুর্নীতির অভিযোগকারীর/ তথ্যদাতার অভিগম্যতা
১৩. স্বপ্রণোদিত তদন্ত
১৪. প্রভাবশালী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে তদন্ত
১৫. দুর্নীতিবিরোধী শিক্ষা ও উন্নয়ন
১৬. প্রাতিষ্ঠানিক পর্যালোচনা
১৭. প্রতিরোধমূলক সুপারিশ
১৮. দুর্নীতিবিরোধী প্রচার-প্রচারণা
১৯. অন্যান্য শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা
২০. বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা
২১. আন্তর্জাতিক যোগাযোগ

# ক্ষেত্র ১: স্বাধীনতা ও মর্যাদা

- নয়টি নির্দেশকের মধ্যে চারটির স্কোর ‘উচ্চ’; চারটির স্কোর ‘মধ্যম’; একটির স্কোর ‘নিম্ন’

- **দুদকের ক্ষমতা রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার** - বিরোধী দলের রাজনীতিকদের হয়রানি করা এবং ক্ষমতাসীন দল/জোটের রাজনীতিকদের প্রতি নমনীয়তা প্রদর্শনের অভিযোগ

- **অধিক্ষেত্র** - দুদক কেবল সরকারি খাত, এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে বেসরকারি খাতের দুর্নীতি (যেমন অর্থ পাচার, সম্পদের অবৈধ অর্জন ও সরকারি খাতের সাথে সম্পৃক্ত ঘুষ) নিয়ে কাজ করে
- **প্রতিবেদন দাখিল ও সুপারিশ বাস্তবায়নের ক্ষমতা** - বিভিন্ন দুর্নীতিপ্রবণ প্রতিষ্ঠানের ওপর প্রতিবেদন তৈরি ও সুপারিশ করলেও এসব সুপারিশ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার ক্ষমতা নেই
- **তদন্ত ও মামলা করার ক্ষমতা** - ‘মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ২০১২’ সংশোধনের মাধ্যমে শুধু ঘুষ ও দুর্নীতি সংক্রান্ত অর্থ পাচারের বিষয়টি দুদকের আওতাভুক্ত এই যুক্তিতে অর্থ পাচার সংক্রান্ত মৌলিক বিষয় যেমন মুদ্রা পাচার, মিস-ইনভয়েসিং ইত্যাদি দুদকের এখতিয়ারের বাইরে রাখা হয়েছে
- **কর্ম সম্পাদনের স্বাধীনতা** - সরকার ও ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলসহ বিভিন্ন অংশীজনের প্রভাব বিস্তার; ‘সরকারি চাকরি আইন ২০১৮’-তে সরকারি কর্মচারীদের বিরুদ্ধে মামলা করার ক্ষেত্রে সরকারের পূর্বানুমতি নেওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়েছে, যাতে দুদকের ক্ষমতা খর্ব হওয়ার আশঙ্কা; দুদক নিজস্ব ধারণাপ্রসূত হয়ে স্বাধীনভাবে কাজ করতে বিরত থাকে

# ক্ষেত্র ২: অর্থ ও মানবসম্পদ

- নয়টি নির্দেশকের মধ্যে চারটির স্কোর 'উচ্চ'; তিনটির স্কোর 'মধ্যম'; দুইটির স্কোর 'নিম্ন'

- **জাতীয় বাজেটের সাপেক্ষে দুদকের বাজেট (হার)** - ২০১৬-২০১৮ অর্থবছরে জাতীয় বাজেটের সাপেক্ষে দুদকের বাজেটের গড় হার ০.০৩১% (আন্তর্জাতিক মানদণ্ড ০.২%)
- **তদন্ত ও মামলার দক্ষতা** - সম্পদের মালিকানার অবৈধ পরিবর্তন, ব্যাংক খাতের দুর্নীতি, সম্পদ আত্মসাৎ ইত্যাদি ধরনের দুর্নীতি মোকাবেলায় দক্ষতার ঘাটতি; বিশেষকরে জেলা পর্যায়ে প্যানেল আইনজীবীদের মধ্যে পর্যাপ্ত মানের ঘাটতি

- **কর্মীদের বেতন ও সুযোগ-সুবিধা** - দুদকের কর্মীদের সরকারি বেতন স্কেল অনুযায়ী বেতন ও সুবিধা প্রাপ্তি; ১০ম গ্রেড ও এর নিচের পর্যায়ের কর্মীদের জন্য রেশন ও ঝুঁকি ভাতা; তবে মাসিক বেতন এখনো বেসরকারি পর্যায়ের সাথে তুলনীয় নয়
- **দুর্নীতি প্রতিরোধ ও শিক্ষামূলক কার্যক্রমের দক্ষতা** - দুদকের যোগাযোগ কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে অধিপরামর্শ কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কর্মীদের দক্ষতার ঘাটতি
- **কর্মীদের প্রশিক্ষণ** - গত তিনবছরে (২০১৬-২০১৮) দুদকের মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা বাজেটের গড়ে ০.৫% প্রশিক্ষণের জন্য ব্যবহার (আন্তর্জাতিক মানদণ্ড ১-৩%)

# ক্ষেত্র ৩: জবাবদিহিতা ও শুদ্ধাচার

- নয়টি নির্দেশকের মধ্যে তিনটির স্কোর 'উচ্চ'; তিনটির স্কোর 'মধ্যম'; তিনটির স্কোর 'নিম্ন'

- **বাহ্যিক পর্যালোচনা কাঠামো** – দুদকের কার্যক্রম পর্যালোচনার জন্য কোনো বাহ্যিক তদারকি কমিটি নেই; দুদক কেবল রাষ্ট্রপতির কাছে প্রতিবেদন দেয়
- **প্রক্রিয়া অনুসরণ** – দুদকের বিরুদ্ধে একই ধরনের মামলা সমভাবে না চালানোর অভিযোগ; কোন তদন্ত ও মামলা দায়ের কীভাবে অগ্রসর হবে তা নির্ভর করে দুদক নেতৃত্বের নির্দেশনা ও কিছু ক্ষেত্রে সরকারের সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া বা অবস্থান সম্পর্কে দুদকের ধারণার ওপর
- **দুর্নীতির অভিযোগকারীর পরিচয় প্রকাশ** – খুব কম সংখ্যক অভিযোগকারী (২৫ শতাংশের কম) নিজেদের পরিচয় প্রকাশ করতে আগ্রহী

- **অভ্যন্তরীণ পর্যালোচনা কাঠামো** – দুদকের মনিটরিং অ্যান্ড ইভ্যালুয়েশন (এমঅ্যান্ডই) বিভাগ অভ্যন্তরীণভাবে এর কার্যক্রম তদারকি করে; তবে নাগরিকের অংশগ্রহণের সুযোগ নেই
- **দুর্নীতির অভিযোগ ব্যবস্থাপনা** – দুদকের কর্মীর বিরুদ্ধে অভিযোগের তদন্ত করে দুদকের ইন্টারনাল করাপশন প্রিভেনশন কমিটি যেখানে স্বার্থের সংঘাতের ঝুঁকি বিদ্যমান; তবে দুদক প্রয়োজন মনে করলে সরকারের অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানকে তদন্ত করার অনুরোধ করতে পারে
- **অভ্যন্তরীণ শুদ্ধাচার কাঠামো** – দুদক কর্মীরা আচরণ ও শৃঙ্খলাজনিত বিষয়ে *দুর্নীতি দমন কমিশন বিধি ২০০৭* ও *দুর্নীতি দমন কমিশন (কর্মচারী) সার্ভিস বিধি ২০০৮* দ্বারা পরিচালিত; তবে পৃথক কোনো আচরণ বিধি নেই (২০১৯ সালে একটি খসড়া তৈরি হয়েছে)

# ক্ষেত্র ৪: অনুসন্ধান, তদন্ত ও মামলা দায়ের

- নয়টি নির্দেশকের মধ্যে তিনটির স্কোর ‘উচ্চ’; দুইটির স্কোর ‘মধ্যম’; চারটির স্কোর ‘নিম্ন’

- **দুর্নীতির অভিযোগের প্রেক্ষিতে গৃহীত পদক্ষেপ** - ২০১৬-২০১৮ সালে মোট ৪৭,৫৪৯টি অভিযোগের মধ্যে ৩,২০৯টি অভিযোগ (৬.৭৫%) অনুসন্ধানের জন্য গৃহীত হয় (আন্তর্জাতিক মানদণ্ড ৬৬ শতাংশের বেশি) - অভিযোগ বিবেচনায় নেওয়ার জন্য যাচাই প্রক্রিয়া কঠোর; দুদকের মতে অধিকাংশ অভিযোগ দুদকের তফসিলভুক্ত অপরাধের মধ্যে পড়ে না
- **দক্ষতা ও পেশাদারত্ব** - অনুসন্ধান ও তদন্ত কাজে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীদের বিরুদ্ধে ঘুষ লেনদেন ও দায়িত্বে অবহেলার অভিযোগ; অনুসন্ধান ও তদন্ত শেষ করার জন্য আইনে নির্ধারিত সময়ের চেয়ে বেশি সময় ব্যয়; সময়, মামলা দায়ের ও শাস্তির হার বিবেচনায় দুর্নীতির অনুসন্ধান ও তদন্ত এখনো মানসম্মতভাবে দক্ষ ও পেশাদার নয়
- **মামলার হার** - দুদক ২০১৬-২০১৮ সালে ৪,০৩৮টি অনুসন্ধানের মধ্য থেকে ৮৪৮টি মামলা (২১%) করে (আন্তর্জাতিক মানদণ্ড ৭৫ শতাংশের বেশি)
- **দুদকের কর্মক্ষমতা** - দুদকের ওপর জনসাধারণের আস্থার ঘাটতি; জনগণের ধারণায় দুদক ক্ষুদ্র দুর্নীতির ওপর বেশি মনোযোগী; ‘বড় দুর্নীতিবাজ’ ধরার ক্ষেত্রে দুদকের দৃশ্যমান সাফল্য নেই

- **দণ্ডাদেশের হার** - ২০১৬-২০১৮ সালে গড় দণ্ডাদেশের হার ৫৭.৭% (আন্তর্জাতিক মানদণ্ড ৭৫ শতাংশের বেশি)
- **সম্পদ আটক ও পুনরুদ্ধার** - বাংলাদেশ থেকে অর্থ পাচারের পরিমাণের (২০১৫ সালে প্রায় ৫৯০ কোটি মার্কিন ডলার) প্রেক্ষিতে দুদকের উদ্ধারকৃত অর্থের পরিমাণ (জরিমানা ও আটক হিসাবে ২০১৮ সালে ১,৫৩.২৯ কোটি টাকা) উল্লেখযোগ্য নয়

# ক্ষেত্র ৫: প্রতিরোধ, শিক্ষা ও আউটরিচ কার্যক্রম

- আটটি নির্দেশকের মধ্যে চারটির স্কোর 'উচ্চ'; চারটির স্কোর 'মধ্যম'

- **দুর্নীতি প্রতিরোধ কার্যক্রমে বাজেট বরাদ্দের হার** - ২০১৬-১৭ থেকে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রতিরোধমূলক, শিক্ষামূলক ও আউটরিচ কার্যক্রমের জন্য দুদকের বাজেট ছিল ২৬.৭৯ কোটি টাকা, যা দুদকের মোট বাজেটের ২.৬৫% (আন্তর্জাতিক মানদণ্ড ৫ শতাংশের বেশি)
- **কৌশলগত পরিকল্পনা** - পাঁচবছর মেয়াদী কৌশলগত পরিকল্পনায় (২০১৭-২০২১) জোর দেওয়া সত্ত্বেও প্রতিরোধমূলক ও শিক্ষামূলক কৌশল অনুসৃত হয় নি; স্থানীয় দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি পর্যায়ের ওপর নির্ভরশীল - বার্ষিক পরিকল্পনা পুরোপুরি বাস্তবায়ন হয় না
- **দুর্নীতির ওপর গবেষণা** - এখন পর্যন্ত দুদকের নিজস্ব গবেষণা নেই: ২০১৮ সালে দুর্নীতির ঝুঁকি, প্রেক্ষাপট ও অবস্থা নিয়ে তিনটি গবেষণার উদ্যোগ নেওয়া হলেও এখন পর্যন্ত কোনোটিই সম্পাদন ও প্রকাশ করা হয় নি
- **অনলাইন যোগাযোগ** - দুদকের একটি সম্পূর্ণ ওয়েবসাইট থাকলেও নিয়মিত হালনাগাদ করা হয় না; ওয়েবসাইটে সীমিত সংখ্যক সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক বার্তা দেওয়া হয়; সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের ব্যবহার সীমিত

# ক্ষেত্র ৬: সহযোগিতা ও বাহ্যিক সম্পর্ক

- ছয়টি নির্দেশকের মধ্যে তিনটির স্কোর 'উচ্চ'; দুইটির স্কোর 'মধ্যম'; একটির স্কোর 'নিম্ন'

- **দুদকে প্রান্তিক গোষ্ঠীর অভিগম্যতা** - প্রান্তিক গোষ্ঠীর (নারী ও সংখ্যালঘুসহ) চাহিদার প্রতি সাড়া দেওয়ার ক্ষেত্রে দুদকের কোনো লক্ষ্য, কৌশল বা মানদণ্ড নেই

- **সরকারের সহায়তায় আস্থা** - দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়ের নেতৃত্ব থেকে "শূন্য সহনশীলতা"র ওপর জোর দেওয়া হলেও সরকারের কোনো কোনো উদ্যোগের মাধ্যমে দুদকের ক্ষমতা খর্ব করা হয়েছে বলে আশংকা - যেমন *সরকারি চাকরি আইন ২০১৮*-তে সরকারি কর্মচারীদের সুরক্ষা দেওয়ার জন্য ধারা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে; অন্যদিকে শূন্য সহনশীলতা নীতি প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে দুদক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাবান্বিত হয় বলে ধারণা

- **অন্যান্য দেশের সহযোগিতা** - দুদক ও অন্যান্য দেশের দুর্নীতি দমন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সীমিত সহযোগিতা - ভুটানের দুর্নীতি দমন কমিশন ও রাশিয়ান ফেডারেশনের ইনভেস্টিগেটিভ কমিটির সাথে সমঝোতা স্মারক; তবে ইন্দোনেশিয়া, চীন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সিঙ্গাপুর, হংকং, দক্ষিণ কোরিয়া, মালয়েশিয়া ও ভারতের দুর্নীতি দমন প্রতিষ্ঠানের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করছে

# সার্বিক স্কোর

- বাংলাদেশ দুদকের সার্বিক স্কোর ৬০% - 'মধ্যম' শ্রেণিভুক্ত, যা 'উচ্চ' শ্রেণি থেকে ৭% কম
- 'উচ্চ' স্কোর ২১টি নির্দেশকের ক্ষেত্রে (৪২%), 'মধ্যম' ১৮টি নির্দেশকের ক্ষেত্রে (৩৬%), এবং 'নিম্ন' স্কোর ১১টি নির্দেশকের ক্ষেত্রে (২২%)
- সর্বোচ্চ স্কোরপ্রাপ্ত ক্ষেত্র 'প্রতিরোধমূলক, শিক্ষামূলক ও আউটরিচ কার্যক্রম' (৭৫%), যার পরেই রয়েছে 'স্বাধীনতা ও মর্যাদা' (৬৭%) এবং 'সহযোগিতা ও বাহ্যিক সম্পর্ক' (৬৭%)
- সর্বনিম্ন স্কোরপ্রাপ্ত ক্ষেত্র 'অনুসন্ধান, তদন্ত ও মামলা দায়ের' (৪৪%)

**দুদকের কার্যক্রমের সার্বিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে স্কোর**

- 'উচ্চ' - সার্বিক স্কোর ৬৭% বা তার বেশি
- 'মধ্যম' - সার্বিক স্কোর ৩৪%-৬৬% এর মধ্যে
- 'নিম্ন' - সার্বিক স্কোর ৩৩% পর্যন্ত

# ক্ষেত্রভিত্তিক সার্বিক স্কোর

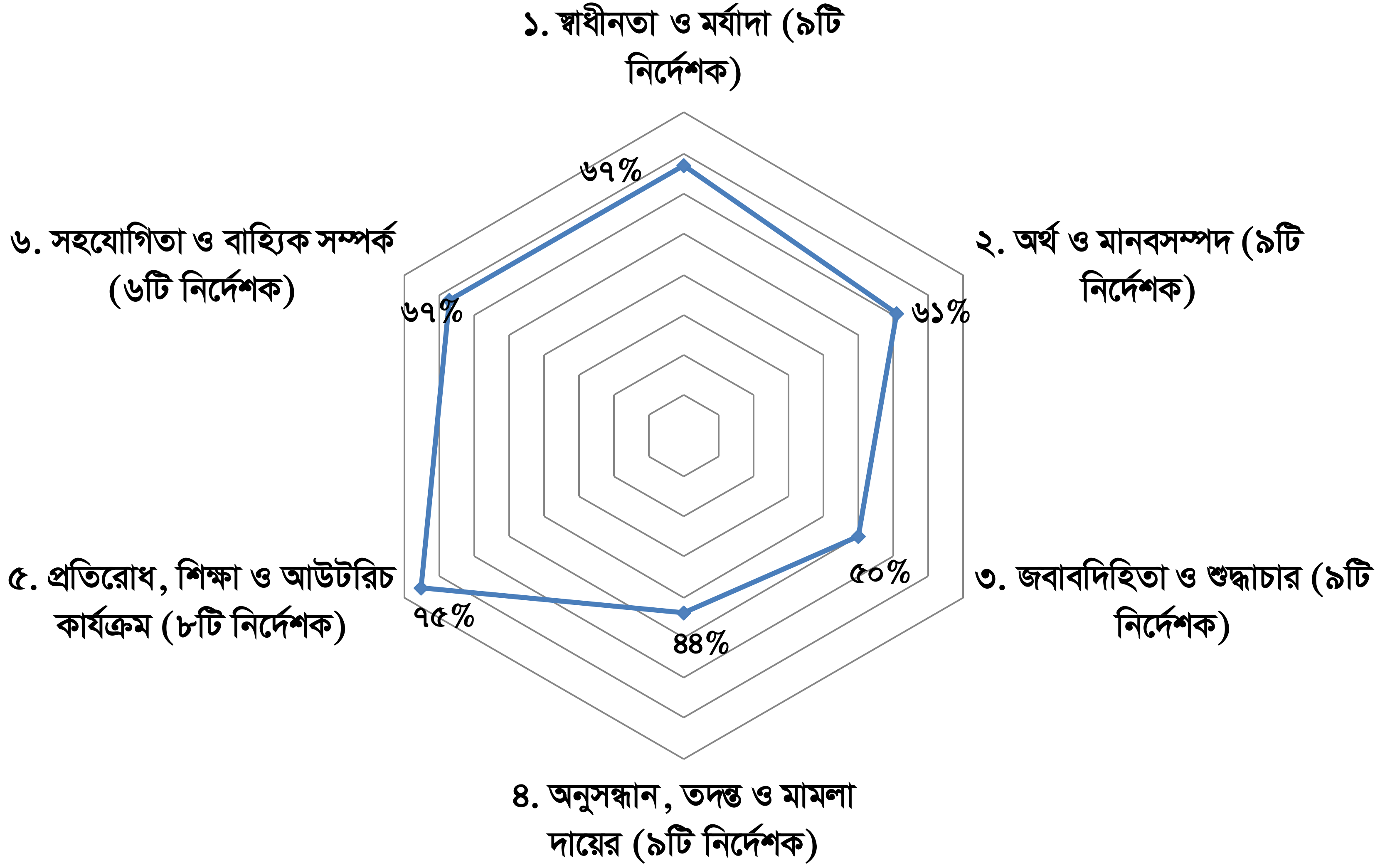

# ক্ষেত্রভিত্তিক ও সার্বিক স্কোর

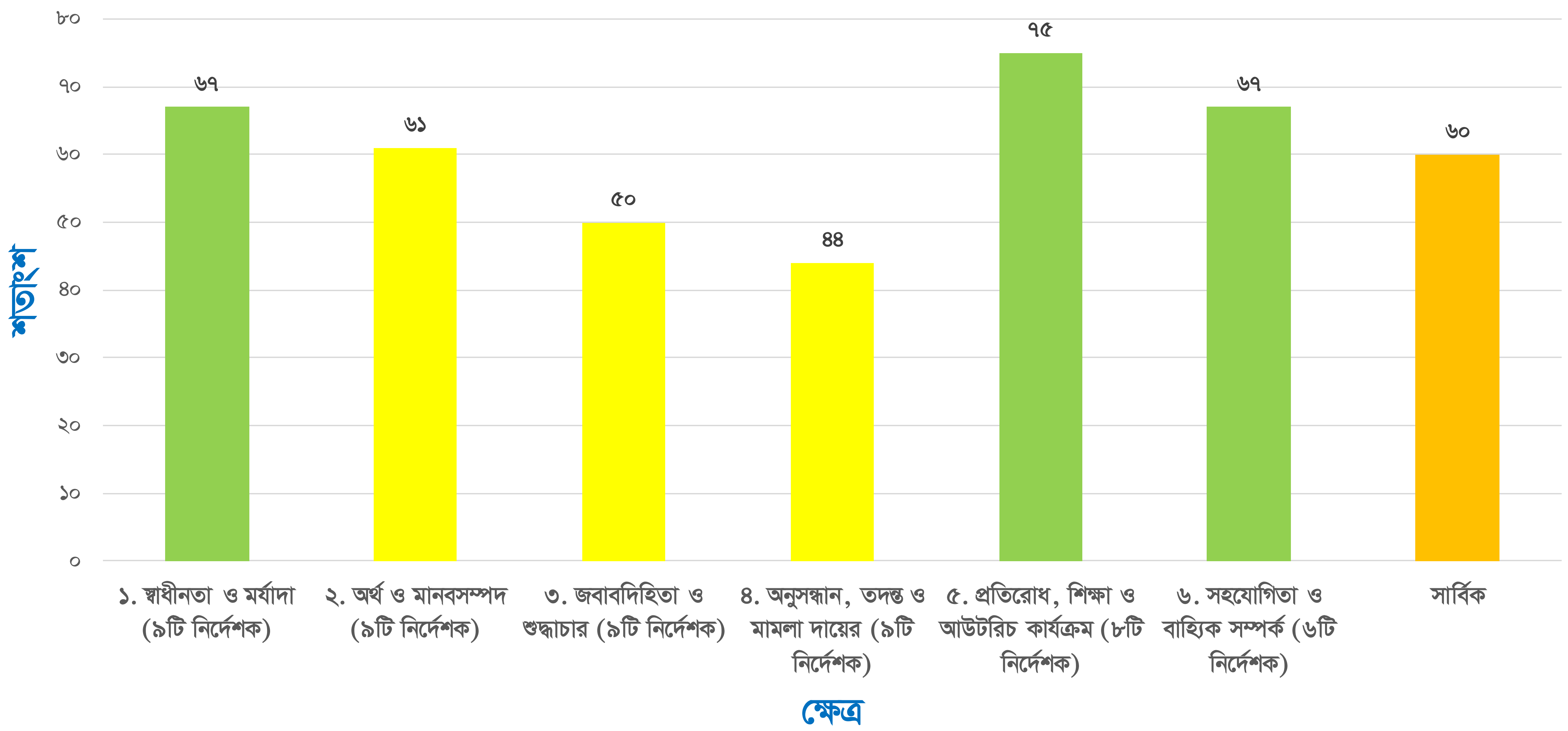

# নির্দেশকভিত্তিক বিন্যাস

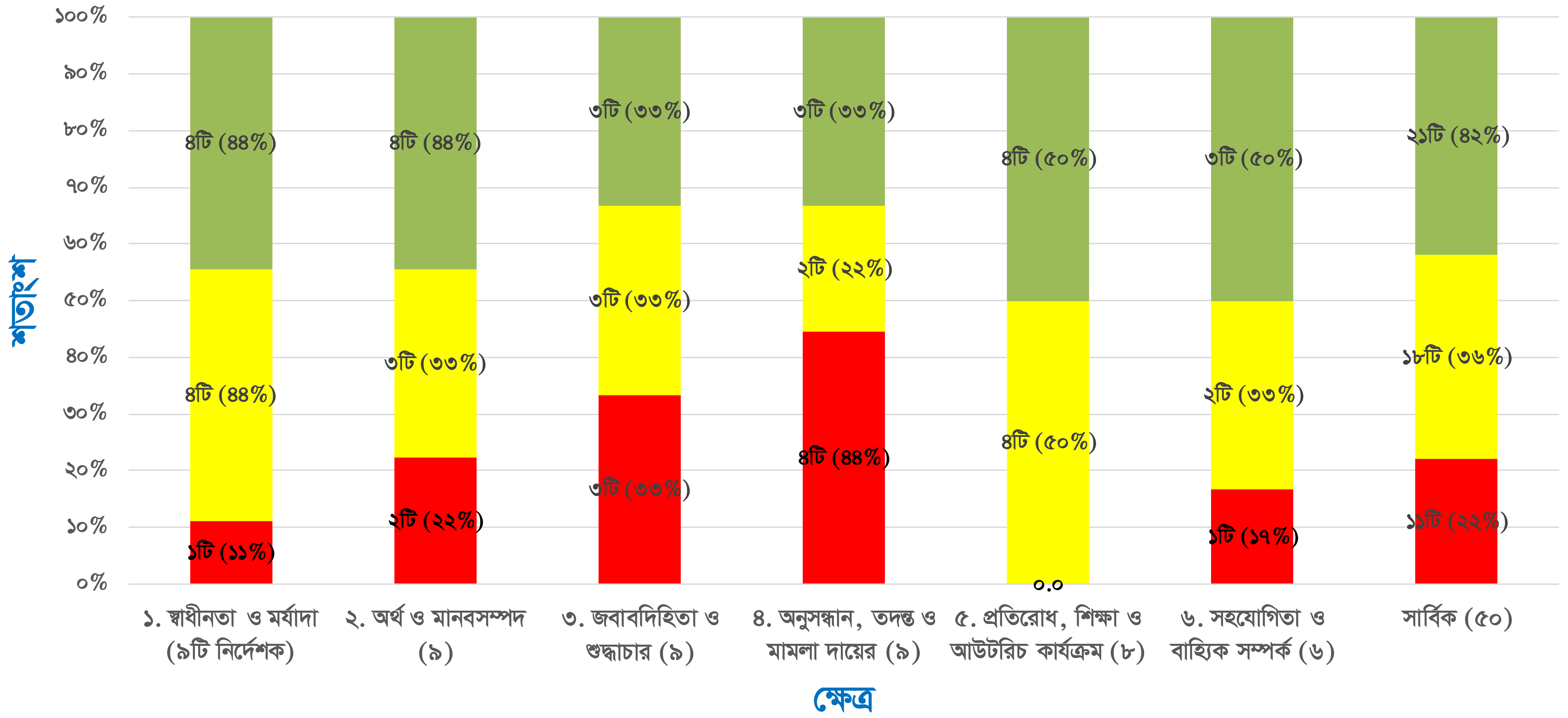

# সার্বিক পর্যবেক্ষণ

- প্রথম দফার পর্যালোচনার (২০১৫) পরবর্তী সময়ে দুদক কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ
  - দুদকের বাজেট বৃদ্ধি যদিও আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে পৌঁছাতে পারেনি
  - দুদকের নতুন অর্গানোগ্রাম অনুমোদন ও কর্মীসংখ্যা বৃদ্ধি, তবে নিয়োগ পুরোপুরি সম্পন্ন হয়নি
  - দুর্নীতির অভিযোগ জানানোর জন্য 'হটলাইন ১০৬' প্রবর্তন - কিন্তু অভিযোগের বড় অংশের ক্ষেত্রে ব্যবস্থা নেওয়া হয় না
  - দুদকের 'পঞ্চবার্ষিক কৌশলগত পরিকল্পনা (২০১৭-২০২১)' প্রণয়ন, যদিও বাস্তবায়নে ঘাটতি রয়েছে
  - নতুন হালনাগাদ তথ্যভিত্তিক ওয়েবসাইট প্রবর্তন, তবে এখনো এর প্রচারের ঘাটতি রয়েছে
  - গবেষণার উদ্যোগ ও দুর্নীতিবিরোধী প্রচারণা বৃদ্ধি - যদিও দুদকের নিজস্ব সক্ষমতার ঘাটতি রয়েছে
- ২০১৫ সালের গবেষণায় প্রাপ্ত স্কোরের তুলনায় ২০১৮ সালের স্কোরে দুদকের কর্মদক্ষতার উল্লেখযোগ্য পার্থক্য নেই
  - যেসব নির্দেশকে উন্নতি - কর্মী বাছাই, অভিযোগের ক্ষেত্রে অভিগম্যতা, দণ্ডাদেশের হার, প্রচার-প্রচারণা, অন্যান্য সংস্থার সহযোগিতা
  - যেসব নির্দেশকে অবনতি - দুদকের ক্ষমতা রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার, তদন্ত ও মামলা করায় দক্ষতা, দুর্নীতির অভিযোগের প্রেক্ষিতে গৃহীত ব্যবস্থা, অনুসন্ধান ও তদন্ত কাজে সক্ষমতা ও পেশাদারত্ব, প্রতিরোধ, শিক্ষা ও আউটরিচ কার্যক্রমের বাজেট, সরকারের সহায়তায় আস্থা

# সার্বিক পর্যবেক্ষণ

- দুর্নীতির অভিযোগকারীর পরিচয় প্রকাশে অনাগ্রহ, সঠিক প্রক্রিয়া অনুসরণ, সরকারের সহায়তায় আস্থা, দুদকের কর্মক্ষমতা, দুদকের ক্ষমতা রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার ইত্যাদি নির্দেশক 'নিম্ন' বা 'মধ্যম' স্কোর পেয়েছে - দুর্নীতি হ্রাসে দুদক ও সরকারের রাজনৈতিক সদিচ্ছার প্রতি জনগণের আস্থার ঘাটতি নির্দেশ করে
- প্রশিক্ষণের ঘাটতি ও মামলার জন্য কম বাজেট বরাদ্দের কারণে অনুসন্ধান, তদন্ত ও মামলা পরিচালনায় দক্ষতা ও পেশাদারত্বের ঘাটতি - যার ফলে মামলার হার ও শাস্তি প্রদানের হারও কম - এক্ষেত্রে দুদকের বাজেট চাহিদা ও বরাদ্দ আরও সুচিন্তিত হওয়া প্রয়োজন
- দুদকের প্রধান দুইটি ম্যান্ডেটের মধ্যে প্রতিরোধকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, অন্যদিকে দুর্নীতি দমন দুর্বল হয়েছে - কোনো কোনো ক্ষেত্রে দুদকের কর্মীদের একাংশের বিরুদ্ধে আর্থিক লেনদেন, দায়িত্বে অবহেলা ও অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগ বিদ্যমান

# সুপারিশ

## স্বাধীনতা ও মর্যাদা

১. **সংশ্লিষ্ট আইন সংশোধন:** দুদকের কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট আইন (দুদক আইন ২০০৪, অর্থপাচার প্রতিরোধ আইন ২০১২, সরকারি চাকরি আইন ২০১৮) সংশোধন করে নিচের বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করতে হবে:

- দুদকের চেয়ারম্যান ও কমিশনারদের নিয়োগ প্রক্রিয়া স্বচ্ছ করার জন্য নিয়োগের পূর্বে বাছাইকৃতদের নাম ও জীবনবৃত্তান্ত প্রকাশ করা, তাদের নিয়ে গণশুনানির আয়োজন করা ও তা সম্প্রচার করা
- অর্থপাচার ও ব্যক্তিমালিকানাসহ বেসরকারি খাতের দুর্নীতিকে দুদকের কাজের আওতাভুক্ত করা
- বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের জন্য দুদকের সুপারিশকে বাধ্যতামূলক করা
- উচ্চতর শুদ্ধাচার ও যোগ্যতাসম্পন্ন জনপ্রতিনিধি ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি স্বাধীন কমিটি তৈরি করা যার সদস্যরা দুদকের কার্যক্রম তদারকি, নিয়মিত মূল্যায়ন ও দিক-নির্দেশনা দেবেন
- পূর্বানুমতি ছাড়া সরকারি কর্মচারীদের গ্রেফতার না করার বিধান রহিত করা

# সুপারিশ (চলমান)

## অর্থ ও মানবসম্পদ

২. **বাজেট:** নিম্নলিখিত কার্যক্রমের জন্য দুদকের বাজেট বাড়াতে হবে:

- অনুমোদিত অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী কর্মী নিয়োগ
- দুদক কর্মীদের প্রশিক্ষণ
- প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম (যেমন গণশুনানি, গবেষণা ইত্যাদি)
- সংশ্লিষ্ট জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন দক্ষ আইনজীবী নিয়োগ

৩. **দক্ষ কর্মী:** অনুসন্ধান ও তদন্ত এবং প্রতিরোধ কার্যক্রমের জন্য কর্মীদের সংখ্যা বাড়াতে হবে

৪. **প্রশিক্ষণ:** দুদকের কর্মী বিশেষকরে যারা তদন্ত, মামলা পরিচালনা ও প্রতিরোধের কাজে জড়িত তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। দুদকের নিজস্ব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে। দুদকের তদন্তকারী কর্মকর্তাদের জন্য বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ এবং দুদকের প্যানেল আইনজীবী বিশেষকরে জেলা পর্যায়ের আইনজীবীদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে

# সুপারিশ (চলমান)

## জবাবদিহিতা ও শুদ্ধাচার

৫. **প্রক্রিয়া অনুসরণঃ** একই ধরনের দুর্নীতির মামলার ক্ষেত্রে দুদককে একই ধরনের পদক্ষেপ নিতে হবে, এবং এক্ষেত্রে নিরপেক্ষ প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে

৬. **আচরণ বিধি প্রণয়নঃ** দুদকের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য সমন্বিত ও বিশেষায়িত আচরণ বিধি প্রণয়ন করতে হবে। এখানে দুদক কর্মীদের সম্পত্তির ঘোষণা, স্বার্থের সংঘাত, উপহার ও সেবা, চাকরি-পরবর্তী বাধা-নিষেধ, আচরণ বিধি লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে গৃহীত ব্যবস্থা, অন্যান্য অসদাচরণ এবং অভ্যন্তরীণ অভিযোগ ব্যবস্থাপনার মতো বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকবে

# সুপারিশ (চলমান)

## অনুসন্ধান, তদন্ত ও মামলা দায়ের

৭. **দুর্নীতির অভিযোগের প্রেক্ষিতে ব্যবস্থা গ্রহণ:** দুদককে অভিযোগের প্রেক্ষিতে অনুসন্ধানের সংখ্যা বাড়াতে হবে। এক্ষেত্রে অভিযোগ বাছাই কী মাপকাঠিতে হচ্ছে এবং কোনো অভিযোগ কেন গ্রহণ করা হলো না তার ব্যাখ্যা প্রকাশ করতে হবে

৮. **মামলা করার হার:** দুদককে তার মামলার হার বাড়ানোর জন্য নিচের পদক্ষেপসমূহ নিতে হবে:

– দুর্নীতির অভিযোগের ক্ষেত্রে সঠিক অনুসন্ধান পরিচালনা, পদ্ধতিগত ভুল না করা, মামলা দায়েরের পূর্বে আইনজীবীর সাথে পরামর্শ করা

– দুর্নীতিপ্রবণ সরকারি প্রতিষ্ঠানে প্রাতিষ্ঠানিক পর্যালোচনার সময় এবং গণশুনানিতে উত্থাপিত অভিযোগের প্রেক্ষিতে দুদককে উক্ত প্রতিষ্ঠানের দুর্নীতিবাজ কর্মীদের চিহ্নিত করতে হবে, তাদের বিরুদ্ধে অনুসন্ধান এবং মামলা দায়েরের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে

– প্রাতিষ্ঠানিক পর্যালোচনা প্রতিবেদনে উল্লিখিত সুপারিশ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্য ফলো-আপ এবং প্রচেষ্টা চালাতে হবে

# সুপারিশ (চলমান)

## অনুসন্ধান, তদন্ত ও মামলা দায়ের

৯. **দক্ষতা ও পেশাদারত্বঃ** দুদককে আইনে উল্লিখিত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অনুসন্ধান ও তদন্ত শেষ করতে হবে, এবং এই কাজ করার সময় পেশাদরত্ব ও উৎকর্ষের প্রমিত মান বজায় রাখতে হবে

১০. **সাজার হার বৃদ্ধিঃ** দুর্নীতির মামলায় দোষীদের সাজার হার কীভাবে বাড়ানো যায় সেজন্য দুদককে তদন্ত ও মামলা পরিচালনার ক্ষেত্রে ঝুঁকি চিহ্নিত করা, মামলা দায়েরের পূর্বে প্রয়োজনবোধে আইনজীবীদের সাথে পরামর্শ করা, প্যানেলভুক্ত আইনজীবীদের সাথে নিয়মিতভাবে যোগাযোগ রক্ষা ও তদারকি করতে হবে। দুদককে আরও দক্ষ ও অভিজ্ঞ আইনজীবী নিয়োগের ব্যবস্থা এবং প্রয়োজনবোধে বেশি ফি প্রদান করে হলেও মামলায় ভালো আইনজীবীদের প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করতে হবে

১১. **সম্পদ পুনরুদ্ধারঃ** দুদককে দুর্নীতির মামলাগুলো থেকে সম্পদ পুনরুদ্ধার, জব্দ ও বাজেয়াপ্ত করার জন্য উদ্যোগী হয়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে

# সুপারিশ (চলমান)

## প্রতিরোধমূলক, শিক্ষামূলক ও আউটরিচ কার্যক্রম

১২. **প্রতিরোধমূলক ও শিক্ষামূলক কার্যক্রম:** বার্ষিক প্রতিরোধমূলক ও শিক্ষামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দুদককে এর পাঁচ বছরের কৌশলগত পরিকল্পনা অনুসরণ করতে হবে

১৩. **গবেষণা:** দুদককে পর্যাপ্ত আর্থিক বরাদ্দ এবং দক্ষ জনবল বৃদ্ধির মাধ্যমে তার গবেষণা বিভাগকে শক্তিশালী করতে হবে এবং দুর্নীতির ঝুঁকি, প্রেক্ষাপট এবং অবস্থা চিহ্নিত করতে নিজস্ব গবেষণা পরিচালনা করতে হবে। দুদকের কার্যক্রমের কার্যকরতা বিষয়ে জনগণের ধারণা যাচাইয়ের জন্য জরিপ এবং গবেষণার কাজ হাতে নিতে হবে

১৪. **জনগণের আস্থা:** দুদকের ওপর জনগণের আস্থা বৃদ্ধি করার জন্য

- দুদকের কার্যক্রম সম্পর্কে আরও প্রচারণার ব্যবস্থা করতে হবে,
- দুদকের কমিশনার ও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের আয়, সম্পদ ও দায়ের বিবরণ প্রকাশ করতে হবে ও নিয়মিতভাবে হালনাগাদ করতে হবে,
- "শীর্ষ দুর্নীতিগ্রস্তদের" বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, এবং
- দুর্নীতির মামলার কার্যকর ও সময় অনুযায়ী তদন্ত ও দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে

# সুপারিশ (চলমান)

## সহযোগিতা ও বাহ্যিক সম্পর্ক

১৫. **অন্যান্য দেশের সাথে সহযোগিতা:** দুদককে অন্যান্য দেশের দুর্নীতি দমন প্রতিষ্ঠানের সাথে সহযোগিতা ও যোগাযোগ বৃদ্ধি করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং তাদের অভিজ্ঞতা ও কার্যক্রম থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে

১৬. **প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রতি দৃষ্টিপাত:** দুদককে বিভিন্ন প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর বিশেষ প্রয়োজন অনুযায়ী অভিযোগ দায়েরের ক্ষেত্রে তাদের সহজ অভিগম্যতা নিশ্চিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে

# ধন্যবাদ

# ২০১৩-১৪ থেকে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে দুদকের বাজেট (কোটি টাকা)

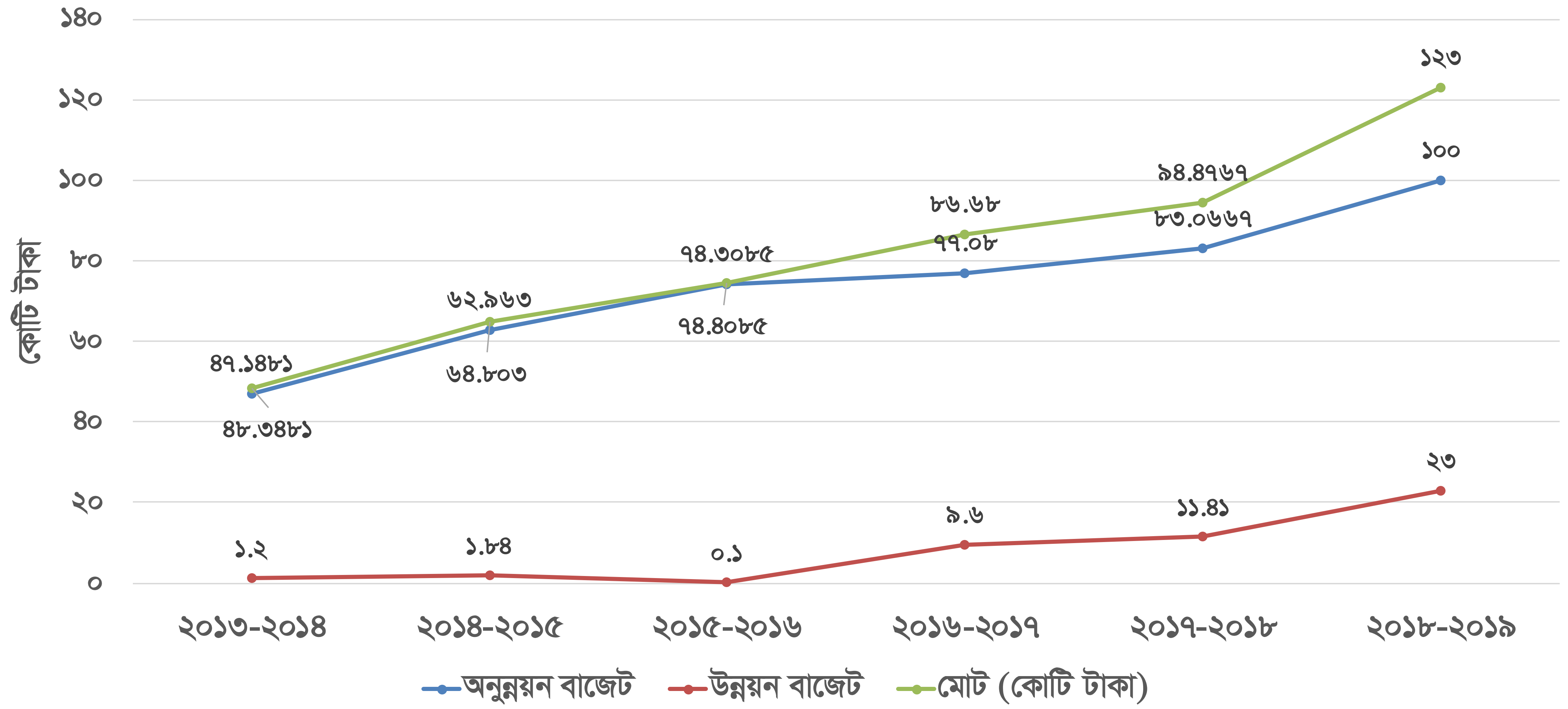

# সহায়ক প্রভাবক

১. প্রাতিষ্ঠানিক স্বাধীনতা
২. কমিশনারদের নিয়োগ ও অপসারণ
৩. কাজের আওতা
৪. অধিক্ষেত্র
৫. তদন্ত ও মামলা করার ক্ষমতা
৬. প্রতিবেদন দাখিল ও সুপারিশ বাস্তবায়নের ক্ষমতা
৭. আইনি স্বাধীনতা
৮. কর্ম সম্পাদনের স্বাধীনতা
৯. দুদকের ক্ষমতা রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার
১০. জাতীয় বাজেটের সাপেক্ষে দুদকের বাজেট (হার)
১১. চাহিদার সাপেক্ষে বাজেটের প্রতুলতা
১২. দুদকের বাজেটের নিশ্চয়তা ও স্থিতিশীলতা
১৩. কর্মীদের বেতন ও সুযোগ-সুবিধা
১৪. কর্মী বাছাই
১৫. তদন্ত ও মামলার দক্ষতা
১৬. দুর্নীতি প্রতিরোধ ও শিক্ষামূলক কার্যক্রমের দক্ষতা
১৭. কর্মীদের প্রশিক্ষণ
১৮. কর্মীদের স্থিতিশীলতা
১৯. বার্ষিক প্রতিবেদন
২০. তথ্য প্রদানের অনুরোধের প্রেক্ষিতে সাড়া দান
২১. বাহ্যিক পর্যালোচনা কাঠামো
২২. অভ্যন্তরীণ পর্যালোচনা কাঠামো
২৩. অভ্যন্তরীণ শুদ্ধাচার কাঠামো
২৪. দণ্ডাদেশের হার
২৫. দুর্নীতি প্রতিরোধ কার্যক্রমের জন্য বাজেট বরাদ্দের হার
২৬. সরকারের সহায়তায় আস্থা
২৭. অন্যান্য শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা
২৮. বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা
২৯. আন্তর্জাতিক যোগাযোগ
৩০. অন্যান্য দেশের সহযোগিতা

# কর্ম সম্পাদনে দক্ষতার নির্দেশক

১. প্রক্রিয়া অনুসরণ
২. দুর্নীতির অভিযোগকারীর পরিচয় প্রকাশ
৩. দুর্নীতির অভিযোগ ব্যবস্থাপনা
৪. দুর্নীতির অভিযোগের ফলাফল
৫. দুর্নীতির অভিযোগকারীর / তথ্যদাতার অভিগম্যতা
৬. দুর্নীতির অভিযোগের প্রেক্ষিতে ব্যবস্থা গ্রহণ
৭. স্বপ্রণোদিত তদন্ত
৮. দুদক কর্মীদের দক্ষতা ও পেশাদারত্ব
৯. মামলার হার
১০. প্রভাবশালী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে তদন্ত
১১. সম্পদ আটক ও পুনরুদ্ধার
১২. দুদকের কর্মক্ষমতা
১৩. কৌশলগত পরিকল্পনা
১৪. দুর্নীতিবিরোধী শিক্ষা ও উন্নয়ন
১৫. প্রাতিষ্ঠানিক পর্যালোচনা
১৬. প্রতিরোধমূলক সুপারিশ
১৭. দুর্নীতির ঝুঁকির ওপর গবেষণা
১৮. দুর্নীতিবিরোধী প্রচার-প্রচারণা
১৯. অনলাইন যোগাযোগ
২০. দুদকে প্রান্তিক গোষ্ঠীর অভিগম্যতা

# একনজরে ক্ষেত্র ও নির্দেশক

| ক্ষেত্র | নির্দেশক | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **স্বাধীনতা ও মর্যাদা** | প্রাতিষ্ঠানিক স্বাধীনতা | কমিশনারদের নিয়োগ ও অপসারণ | কাজের আওতা | অধিক্ষেত্র | তদন্ত ও মামলা করার ক্ষমতা | প্রতিবেদন দাখিল ও সুপারিশ বাস্তবায়নের ক্ষমতা | আইনি স্বাধীনতা | কর্ম সম্পাদনের স্বাধীনতা | দুদকের ক্ষমতা রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার |
| **অর্থ ও মানবসম্পদ** | জাতীয় বাজেটের সাপেক্ষে দুদকের বাজেট (হার) | চাহিদার সাপেক্ষে বাজেটের প্রতুলতা | বাজেটের নিশ্চয়তা ও স্থিতিশীলতা | কর্মীদের বেতন ও সুযোগ-সুবিধা | কর্মী বাছাই | তদন্ত ও মামলার দক্ষতা | দুর্নীতি প্রতিরোধ ও শিক্ষামূলক কার্যক্রমের দক্ষতা | কর্মীদের প্রশিক্ষণ | কর্মীদের স্থিতিশীলতা |
| **জবাবদিহিতা ও শুদ্ধাচার** | বার্ষিক প্রতিবেদন | তথ্য প্রদানের অনুরোধের প্রেক্ষিতে সাড়া দান | বাহ্যিক পর্যালোচনা কাঠামো | অভ্যন্তরীণ পর্যালোচনা কাঠামো | প্রক্রিয়া অনুসরণ | দুর্নীতির অভিযোগকারীর পরিচয় প্রকাশ | দুর্নীতির অভিযোগ ব্যবস্থাপনা | দুর্নীতির অভিযোগের ফলাফল | অভ্যন্তরীণ শুদ্ধাচার কাঠামো |
| **অনুসন্ধান, তদন্ত ও মামলা দায়ের** | দুর্নীতির অভিযোগকারীর / তথ্যদাতার অভিগম্যতা | দুর্নীতির অভিযোগের প্রেক্ষিতে ব্যবস্থা গ্রহণ | স্বপ্রণোদিত তদন্ত | দক্ষতা ও পেশাদারত্ব | মামলার হার | দণ্ডাদেশের হার | প্রভাবশালী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে তদন্ত | সম্পদ আটক ও পুনরুদ্ধার | দুদকের কর্মক্ষমতা |
| **প্রতিরোধ, শিক্ষা ও আউটরিচ কার্যক্রম** | দুর্নীতি প্রতিরোধ কার্যক্রমে বাজেট বরাদ্দের হার | কৌশলগত পরিকল্পনা | দুর্নীতিবিরোধী শিক্ষা ও উন্নয়ন | প্রাতিষ্ঠানিক পর্যালোচনা | প্রতিরোধমূলক সুপারিশ | দুর্নীতির ঝুঁকির ওপর গবেষণা | দুর্নীতিবিরোধী প্রচার-প্রচারণা | অনলাইন যোগাযোগ | |
| **সহযোগিতা ও বাহ্যিক সম্পর্ক** | সরকারের সহায়তায় আস্থা | অন্যান্য শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা | বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা | আন্তর্জাতিক যোগাযোগ | অন্যান্য দেশের সহযোগিতা | দুদকে প্রান্তিক গোষ্ঠীর অভিগম্যতা | | | |